মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

মসলিন পুনরুদ্ধারে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের

বুধবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যের অন্যন্য নিদর্শন ‘মসলিন’ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, ব্রিটিশদের ক‚টচক্রান্তে ঐতিহ্যবাহী মসলিন শিল্পটি হারিয়ে যায়। এর প্রায় ৪০০ বছর পর মসলিন শিল্পকে উদ্ধারের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে মসলিনের সুতা আবিস্কারের তুলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন সম্মিলিতভাবে সবাইকে কাজ করতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ‘মসলিন পুনরুজ্জীবন : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে তারা এ সব কথা বলেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. লুৎফুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সদস্য মো. মিজানুর রহমান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দৃক পিকচার লাইব্রেরি (বেঙ্গল মসলিন) লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক সাইফুল ইসলাম। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট লোকশিল্প গবেষক চন্দ্রশেখর সাহা, হস্তশিল্প গবেষক ও লেখক রুবী গজনবী এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।

মূলপ্রবন্ধে সাইফুল ইসলাম বলেন, বাংলার মসলিনের চাহিদা ছিল বিশ্বব্যাপী। সেই মসলিন এখন আমাদের হারানো ঐতিহ্য। এই হারানো ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনা যায় কীভাবে তা নিয়ে দৃক লাইব্রেরি কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা, মসলিন কিভাবে তৈরি হতো সেই তথ্য সংগ্রহ করেছি। তিনি আরো বলেন, মসলিন যে তুলা গাছের থেকে তুলা সংগ্রহ করে সুতা তৈরি হতো সেই ফ্রুটি কার্পাস গাছ প্রায় প্রায় ১৮০ বছরের বেশি সময় আগে বিলীন হয়ে গেছে; কোনো প্রকার চাষ হয় না। কিন্তু আশার কথা হলো, এই গাছ পুনঃউৎপাদনের চেষ্টা চলছে। আমরা ফ্রুটি কার্পাসের চাষ শুরু করেছি। আগের যে ফ্রুটি কার্পাসের তুলা থেকে মসলিনের সুতা তৈরি হতো সেই গাছের ডিএনএ পরীক্ষা করে এখন আমরা যে গাছের চাষ করছি, তার সঙ্গে ৭০ ভাগ পর্যন্ত মিল পাওয়া গেছে। এ থেকে যে তুলা তৈরি হবে, আমরা আশা করছি সেটা দিয়ে ৪০০ কাউন্টের মসলিন শাড়ি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মসলিন পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা যদি এখনই এগিয়ে না আসি তাহলে, আমাদের মসলিনের ঐতিহ্য ছিল তা হারাতে হতে পারে। চন্দ্রশেখর সাহা বলেন, কলকতা মসলিনের নাম ব্যবহার করে নানা পরিকল্পনায় এগিয়ে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যদি এখনই উদ্যোগ না নেয়, তাহলে মসলিন কলকতার হয়ে যাবে। আমাদের দেশে এখনো অনেক দক্ষ কারিগর আছে। রুবী গজনবী বলেন, ব্রিটিশরা একসময় ফ্রুটি কার্পাস গাছের বীজ পাওয়ার পরও এত দূর এগোতে পারেনি যতটা পেরেছে দৃক, কিন্তু এখন দরকার আরো সরকারি-বেসরকারি পৃষ্টপোষকতা। ফরিদ উদ্দিন বলেন, মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারলে মসলিন পুনরুদ্ধার হবে।

মিজানুর রহমান বলেন, নানাভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এখন সময় এসেছে এই মসলিন পুনরুদ্ধারের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজেরও এই শিল্প পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে আগ্রহী। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মসলিনের সুতা তৈরি হতো তা খুঁজে বের করে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, আশার কথা হলো, তাঁত বোর্ড আমাদের যেসব এলাকায় মসলিনের জন্য সুতা তৈরি তুলা চাষ হতো- সেই অঞ্চলে বেশকিছু এলাকায় তুলা চাষ প্রকল্প শুরু করেছে। সেসব তুলা থেকে ইতিমধ্যে ৩০০ কাউন্টের সুতা তৈরির ক্ষমতা অর্জন করেছে। এটাই শেষ কথা নয়। মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার বলেন, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কাজ হলেও কিন্তু সমন্বয় না থাকলে কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে মার্কেট দখলের চেষ্টা করতে হবে। জামদানির মতো মসলিনও এ দেশের পণ্য। এই শিল্পকে যত সম্ভব দ্রুত পুনরুজ্জীবন করতে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাসম্ভব সহায়তা প্রদান করবে।

উদীচীর সুবর্ণজয়ন্তীতে ঢাকায় জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন : সুবর্ণজয়ন্তীতে রাজধানীজুড়ে বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। আগামী শুক্রবার বিকেলে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সূচনা হবে এই উৎসবের। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উদীচীর প্রায় ৫০টি জেলা ও শাখার শিল্পীরা ঐতিহ্যসমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির পরিবেশনা নিয়ে উপস্থিত হবেন এ সম্মেলনে। ‘দ্রোহে বিদ্রোহে বিপ্লবে, গড়ি বিশ্ব সপ্তসুরে’ শিরোনামে শুক্রবার শুরু হবে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন। চলবে আগামী রোববার পর্যন্ত। গতকাল মঙ্গলবার উদীচী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ২৮ ডিসেম্বর থেকে দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। ২৮ ডিসেম্বর বিকেলে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন করবেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। গতকাল শিল্পকলা একাডেমি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে ‘চলচ্চিত্র অনুধাবন’ শীর্ষকবিষয়ক কর্মশালা। এ ছাড়া ২৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনারকক্ষে চলচ্চিত্রবিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

শেষ পাতা'র আরও সংবাদ

রেলওয়ের উন্নয়নসহ একনেকে ১৬টি প্রকল্প অনুমোদন

ইসির নিবন্ধন পেতে তৎপর অর্ধশত নতুন দল

বিএনপি আদালতে জুডিশিয়াল ক্যু'র চেষ্টা করেছিল : মোহাম্মদ নাসিম

একাত্তরের জননী রমা চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ

দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার পক্ষে আজও যুক্তি দেয়া হবে

রাজশাহীতে গ্রেপ্তার জঙ্গি সংগঠনের ৪ সদস্য

ডাচ্-বাংলার বৃত্তি পেল ৩ হাজার ১৯ শিক্ষার্থী

মসলিন পুনরুদ্ধারে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের

পিডিবির চেয়ারম্যান হলেন প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মশালা শুরু

শেকৃবিতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে সভা

৬টি কোর্চিং সেন্টারের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল

মোস্তফা মেয়র নির্বাচিত গঙ্গাচড়ায় সাইবার পার্টির আনন্দ র‍্যালি

যশোরে গ্যারেজে বিস্ফোরণ, আগুনে পুড়ে দুভাই কয়লা

ময়মনসিংহে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনে প্রধানমন্ত্রীর সায়

ভোরের কাগজ

Copyright ©2017 Bhorerkagoj.Net All rights reserved

Email : bkagojnews@gmail.com

Contact Us | Privacy Policy | RSS Feed